TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ❑ আগরতলা ❑ পশ্চিম ত্রিপুরা ❑ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ

তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ
মহিলা কমিশন

চাকুরী করেও স্বামীর টাকার খাই মেটাতে না পেরে পুড়ে মরতে হল গোপাকে।

গত জানুয়ারী মাসে চাকুরী পেয়েছিল গোপা মজুমদার (মন্ডল), পি ডব্লিও ডি অফিসে করণিকের কাজ করত। মাত্র ২৩ বছর বয়স। ভালবেসে বাবা-মাকে লুকিয়ে কালী বাড়ীতে গিয়ে বিয়ে করেছিল গোপা বিবেক মন্ডলকে। বিবেক মন্ডল পশ্চিমবঙ্গের হাওরা জেলার নীলঘরিয়া থেকে এখানে এসেছিল জুয়েলারীতে কারিগর হিসাবে কার করতে। এই বিবেককে ভালবেসে ঘর ছেড়েছিল গোপা। কিন্তু তার সঙ্গে এক বছরও ঘর করতে পারল না, মরতে হল তাকে। ৯/১১/০৯ রাত্রি দুটো পনের মিনিটে জিবিপি হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ গোপার মৃত্যু হয়েছে।

ঘটনাটি তদন্ত করার জন্য কমিশনের সহ-সভানেত্রী শ্রীমতি শিউলি দেববর্মা এবং সদস্য শ্রীমতি নিভা দেববর্মা প্রথমে ১০/১১/০৯ জিবিপি হাসপাতালে এবং আজ অর্থাৎ ১১/১১/০৯ রাধানগরে গোপার বাবার বাড়ীতে যান। সেখানে শ্রীরাইমোহন মজুমদার ও শ্রীমতি গীতা মজুমদারের একমাত্র মেয়ে গোপার মৃত্যুর ঘটনাটি সম্পর্কে তদন্ত করে সদস্যরা জানতে পারেন যে বিয়ের পর থেকেই টাকার জন্য গোপার স্বামী তার উপর দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করে। বিবেক মন্ডল গোপাকে বাপের বাড়ী থেকে ১০,০০০ টাকা এনে দিতে বলে। গোপা একথা ফোনে তার মা-বাবাকে জানায়। মেয়ের সুখের কথা চিন্তা করে গত বৈশাখ মাসে গোপার বাবা-মা বিবেককে ৫০০০ টাকা দেয়।

11/11/09

Archana Bhattacharjee
Member
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা রাজ্য মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা ◻ পিন - ৭৯৯ ০০১

রেফ নং ঃ তারিখ ঃ

এবার শুরু হয় গোপার স্বামীর নতুন আবদার। গোপার বাবাকে জামাইয়ের জন্য এবার একটা সরকারী চাকরীর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্যথায় গোপা মা-বাবার সঙ্গে কোন সর্ম্পক রাখতে পারবে না। কমিশনের কাছে গোপার বাবা-মা জানান রাত প্রায় দশটা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে গোপার বাড়ীর মালিক ফোন করে বলেন যে গোপা অসুস্থ এবং সে জিবিপি হাসপাতালে আছে। গোপার মা-বাবা হাসপাতালে গেলে গোপা জানায় যে সে সেদিন অফিস যেতে পারেনি কারণ বিবেক গোপাকে বাপের বাড়ী থেকে টাকা এনে দেবার জন্য সারাদিন ঝগড়া করেছে। টাকা আনতে না চাইলে গোপাকে বিবেক মারধোরও করে। ৭/১১/০৯ রাত দশটা থেকে সাড়ে দশটা নাগাদ ঘরের দরজা বন্ধ করে বিবেক গোপার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। গোপার চিৎকারে আশে পাশের লোকজন এবং বাড়ীর মালিক এসে ঘরের দরজা ধাক্কা দিলেও বেশ কিছুক্ষন পর বিবেক ঘরের দরজা খুলে দেয়। ততক্ষণে গোপার শরীরের অনেকটাই পুড়ে গিয়েছে। প্রথমে তাকে বিশালগড় হাসপাতালে এবং সেখান থেকে জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই অমানবিক ঘটনায় গোপার মা-বাবা বিবেকের কঠোর শাস্তি দাবী করেছেন।

বিবেক মন্ডলের মত লোভী এবং মানুষরূপী অমানুষদের জন্যই মেয়েদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। এদের যদি কঠোর সাজা না হয় তাহলে এধরণের অমানুষরা কোন শিক্ষা পাবেনা। সমাজে মেয়েদের ওপর অত্যাচারও কমানো যাবেনা। বিবেক মন্ডলের কঠোর শাস্তির জন্য কমিশন থেকে পুলিশকে যথোপযুক্ত ভূমিকা নিতে বলা হয়েছে।

11/11/09

...Bhattacharjee
Member Secretary,
Tripura Commission for Women